MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০২৩
দাম : দশ টাকা

কীভাবে লুট হয়ে যায় শ্রমিকের মজুরি–কমিউনিস্ট ইশতেহার থেকে

মার্কসের মৃত্যু দিবস স্মরণে শ্রদ্ধা

[১৪ মার্চ শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির দিশারি মহান কার্ল মার্কসের ১৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার* থেকে গুরুত্ব বিবেচনায় অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হলো]

আজ আমাদের চোখের সামনেই ঘটে চলেছে অনুরূপ এক বিকাশ ধারা। যে বুর্জোয়া সমাজ ভেলকিবাজির মতোই উৎপাদনের ও বিনিময়ের এমন বিশাল উপায়-উপকরণগুলি গড়ে তুলেছে, নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক আর সম্পত্তি সম্পর্কসহ সেই আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা সেই জাদুকরের মতোই যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত বহু দশক ধরেই শিল্প আর বাণিজ্যের ইতিহাসটি উৎপাদনের আধুনিক অবস্থা পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণি আর তার শাসনের অস্তিত্বের শর্ত যে সম্পত্তি-সম্পর্ক তার বিরুদ্ধে, আধুনিক উৎপাদিকা শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে বারে বারে ফিরে এসে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই, প্রতি বারেই আরও ভয়াবহ রূপে, বিপন্ন করে তোলে তার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এসব সংকটকালে বর্তমান উৎপন্ন-দ্রব্যের একটা বড় অংশই শুধু নয়, পূর্বতন সময়ে সৃষ্ট উৎপাদিকা শক্তির বড় অংশও পর্যায়বৃত্তিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এসব সংকটের কালে এমন এক মহামারি দেখা দেয় যা, অতীতের সকল যুগেই অসম্ভবযোগ্য বলে মনে হতো–তা হলো অতি-উৎপাদনের মহামারি। সমাজ যেন অকস্মাৎই ফিরে যায় এক ক্ষণকালীন বর্বরতাজনিত পরিস্থিতিতে; মনে হয় যেন একটা দুর্ভিক্ষ, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ জীবন ধারণের উপযোগী সমস্ত উপায়-উপকরণের যোগান বন্ধ করে দিয়েছে; শিল্প আর বাণিজ্য যেন ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কারণ সভ্যতা গড়ে উঠেছে বড় বেশি, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, বাণিজ্যের প্রসার ঘটে গেছে অতিমাত্রায়। সমাজের হাতে যেসব উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে সেগুলি বুর্জোয়া সম্পত্তির শর্তাবস্থার আর বিকাশ সাধন করতে চাইছে না; পক্ষান্তরে, সেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব শর্তাবস্থার পক্ষে অতিরিক্ত শক্তিশালী, যেসব শর্তাবস্থা দ্বারা ঐগুলি হলো শৃঙ্খলিত, আর যত শীঘ্র তারা এসব শৃঙ্খলকে ছিন্ন করতে চায়, ততই সেগুলি সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে নিয়ে আসে বিশৃঙ্খলা, বুর্জোয়া সম্পত্তির অস্তিত্বকেই করে তোলে বিপন্ন। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ সৃষ্টি করে সে সম্পদকে ধারণ করার জন্যে বুর্জোয়া সমাজের শর্তাবস্থাগুলি খুবই সংকীর্ণ। বুর্জোয়াশ্রেণি এই সংকট কাটিয়ে উঠে কীভাবে? একদিকে, উৎপাদিকা শক্তির বিপুল অংশের বাধ্যতামূলক ধ্বংস সাধন করে; অন্যদিকে, নতুন বাজার দখল করে, আর পুরানো বাজারকে আরও বেশি করে শোষণ করে। অর্থাৎ, আরও ব্যাপক ও আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের জন্যে পথ প্রশস্ত করে, আর সংকট যে উপায়ের দ্বারা রোধ করা যায় সেই উপায়কে হ্রাস করে।

যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে বুর্জোয়াশ্রেণি সামন্ততন্ত্রকে ধূলিসাৎ করেছিল সেসব অস্ত্র এখন খোদ তারই বিরুদ্ধে হয়েছে উদ্যত।

কিন্তু যেসব অস্ত্র বুর্জোয়াশ্রেণির খোদ মৃত্যু ঘটাবে সেই অস্ত্রই যে সে শুধু বানিয়েছে তা নয়, বরং সেসব অস্ত্র যারা ধারণ করবে সেই মানুষকেও তারা সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণিকে–সর্বহারাশ্রেণিকে।

যে পরিমাপে বুর্জোয়াশ্রেণি, অর্থাৎ, পুঁজি বিকাশ লাভ করে, ঠিক সেই পরিমাপেই বিকাশ লাভ করে সর্বহারাশ্রেণি, আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি–এমন এক শ্রমজীবী শ্রেণি যারা সে পর্যন্তই বেঁচে থাকে যে-পর্যন্ত তাদের জোটে কাজ, আর কাজও জোটে ততক্ষণই তাদের শ্রম যতক্ষণ পুঁজির বৃদ্ধি ঘটায়। এসব শ্রমজীবী যারা নিজেদের টুকরো টুকরো করে নিশ্চিতই বিক্রি করে, বাণিজ্যের অন্যান্য প্রতিটি সামগ্রীর মতো তারাও হল পণ্য, আর ফলশ্রুতিতে প্রতিযোগিতার সমস্ত ঝড়-ঝাপটা, বাজারের সমস্ত উঠা-নামার ধাক্কা এসে পড়ে এদেরও উপর।

যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার আর শ্রম বিভাগের ফলে সর্বহারাদের কাজ হারিয়ে ফেলেছে সমস্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, আর পরিণতিস্বরূপ, নষ্ট হয়ে গেছে কাজের প্রতি শ্রমিকের আকর্ষণ। তারা পরিণত হয়েছে যন্ত্রের এক উপাঙ্গে, আর তাদের কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে একঘেয়ে, এবং সবচেয়ে সহজে অর্জনীয় দক্ষতা-যোগ্যতা। সুতরাং একজন শ্রমিক-উৎপাদনের খরচটাও সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে প্রায় তার একান্তই বেঁচে থাকার ও বংশ রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের সামগ্রীর মধ্যে। কিন্তু একটি পণ্যের দাম, আর তাই শ্রমেরও দাম তার উৎপাদন খরচের সমান।

সুতরাং, কাজের প্রতি বিরাগ যে অনুপাতে বাড়ে, সেই অনুপাতে মজুরিও কমে। অধিকন্তু, যে অনুপাতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও শ্রমবিভাগ বাড়ে, সেই অনুপাতেই বাড়ে কাজেরও ভার, হয় খাটুনির ঘন্টা বাড়িয়ে, নয়ত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বেশী কাজ আদায় করে, কিংবা যন্ত্রপাতির গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে ইত্যাদি।

আধুনিক যন্ত্রশিল্প পিতৃতান্ত্রিক ধরণের মালিকের ছোট কর্মশালাকে রূপান্তরিত করেছে শিল্প-পুঁজিপতির বিরাট কারখানায়। কারখানার মধ্যে ভিড় করে জামায়েত হওয়া বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে সংগঠিত করা হয় সৈনিকেরই মতো। শিল্প বাহিনীর সাধারণ সৈনিক হিসেবে তাদের রাখা হয় অফিসার আর সার্জেন্টদের একটা নিখুঁত বহুধাপী ব্যবস্থার হুকুমাধীনে। তারা যে শুধু বুর্জোয়াশ্রেণির, আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই গোলাম, তাই নয়, বরং প্রতি দিন ঘণ্টায় তাদের গোলামি করতে হয় যন্ত্রপাতির, পরিদর্শকের, আর সর্বোপরি খোদ স্বতন্ত্র বুর্জোয়া মালিকটির। যতই খোলাখুলিভাবে এই স্বৈরাচার ঘোষণা করে মুনাফা লাভই হলো তার লক্ষ্য ও আদর্শ, ততই তা হয়ে ওঠে আরো হীন, আরও ঘৃণ্য, আরও তিক্ত।

শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও দেহশক্তির প্রয়োগ যতই কম লাগতে থাকে, অর্থাৎ, আধুনিক যন্ত্রশিল্প যতই বিকশিত হয়ে ওঠে, ততই পুরুষের পরিশ্রমের স্থান জুড়ে বসতে থাকে নারীর শ্রম। শ্রমিকশ্রেণির কাছে বয়স আর নারী-পুরুষের পার্থক্যের এখন আর কোনো বিশিষ্ট সামাজিক তাৎপর্য নেই। সকলেই তারা শ্রমের যন্ত্র বিশেষ, বয়স ও নারী-পুরুষের পার্থক্য অনুসারে সে যন্ত্র কাজে লাগানোর খরচ কিছু কম-বেশি হয় মাত্র।

শিল্প মালিক কর্তৃক শ্রমিকের উপর শোষণ খানিকটা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই, অর্থাৎ, সে নগদে মজুরি পেতে না পেতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্জোয়া-শ্রেণির অন্যান্য অংশ–বাড়িওয়ালা, দোকানদার, মহাজন প্রভৃতি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নবর্তী স্তর–ক্ষুদে ব্যবসাদার, দোকানদার, সাধারণত ভূতপূর্ব কারবারীরা, হস্তশিল্পীরা ও কৃষকেরা–এরা সবাই ক্রমে ক্রমে সর্বহারায় পরিণত হয়; অংশত এর কারণ, যতখানি বড় আয়তনে আধুনিক শিল্প চালাতে হয়, এদের সামান্য পুঁজি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং বড় বড় পুঁজিপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় এরা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়; আর অংশত, তার অপর কারণ, উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতির ফলে এদের বিশেষ ধরণের দক্ষতা অকেজো হয়ে পড়ে। সুতরাং সর্বহারাদের সারি বৃহৎ হতে থাকে জনসাধারণের প্রতিটি শ্রেণি থেকে আসা মানুষের দ্বারা।